দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 21 MAY 2005
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

মূর্তিমান আতঙ্ক–শিক্ষা অধিদফতর, টাকা ছাড়া ফাইল নড়ে না

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

বিদ্যা যখন বাণিজ্য-২

শরিফুজ্জামান পিন্টু ॥ শিক্ষা ভবনে বা শিক্ষার যে কোনো দপ্তরে ঘুষ নিয়ে শিক্ষকতা করছেন, মানুষ গড়ার এমন কারিগর খুঁজে পাওয়া কঠিন। শিক্ষা ভবনে যাঁরা শিক্ষকের কাছ থেকে ঘুষ নেন, হয়রানি করেন তাঁরাই আবার শিক্ষক! এখানে সততা ও নীতিবাক্য নিয়ে মৌখিক চর্চা যতই হোক, বাস্তবতা–'ফেল কড়ি, মাখ তেল'। এর ব্যতিক্রম হলেই লালফিতায় বন্দী হয় ফাইল আর রচন চিত্র করতে নীতি ছেড়ে নতজানু করতে হয় মাথা।

দেশ স্বাধীনের পর পরই ১২ অক্টোবর '৭২ সাপ্তাহিক বিচিত্রায় আশা প্রকাশ করা হয়েছিল, 'পাকিস্তানী শিক্ষা দফতরের ভূত যেন বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পেয়ে না বসে'। পাকিস্তান আমলে শিক্ষায় ভর করা ভূতকে হার মানিয়ে রীতিমতো অভড

(৮-এর পাতায় দেখুন)

মূর্তিমান আতঙ্কের নাম

(প্রথম পাতার পর)

দৈত্যদানবের খপ্পরে পড়েছে মানুষকের এই অধিদফতর। খোদ শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আনম এহসানুল হক মিলন বলেছেন, শিক্ষক ঘুষ দেন, শিক্ষকই ঘুষ নেন এবং কিছু শিক্ষক আড়ালে-আবডালে ঘুষ লেনদেনের অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, গত চার বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বা শিক্ষা অধিদফতরে কোন শিক্ষক অভিযোগ করেননি যে, তিনি ঘুষ দিয়ে কাজ করিয়েছেন বা ঘুষ না দেয়ায় কাজ হয়নি। অথচ ঘুষ লেনদেন তো হচ্ছেই। প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ শিক্ষক-কর্মচারীর কাছে মূর্তিমান আতঙ্কের নাম শিক্ষা অধিদফতর। দুর্নীতির এই আখড়ায় ফুলেল ছাড়া ফাইল নড়তেই চায় না। পিয়ন-কর্মচারী থেকে শুরু করে আজীবন শিক্ষকতায় নিজেকে উৎসর্গ করা শিক্ষকদের অনেকেই মুখিয়ে থাকে ঘুষের জন্য। চাকরি জীবনের শেষদিকে ধরাপড়ার মাধ্যমে অথবা ঘুষ দিয়ে আলোচিত এই ভবনে ঠাঁই নেন অধিকাংশ কর্মকর্তা। অনেকেরই মনোভাব–শেষ মুহূর্তে যা পাই।

দেশের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে মেধার চেয়ে অর্থের যোগসূত্র এখন বেশি। বেসরকারী কলেজে অনেকটা ধরাবাঁধা রেট এক থেকে দেড় লাখ। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নব্বইয়ের পরও ২০ হাজার টাকায় সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পেত, এখন রেট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ষাট থেকে আশি হাজার। ক্ষেত্রবিশেষে তা বাড়ে বা কমে।

দেশের কিন্ডারগার্টেন, প্রাইভেট স্কুল বা কলেজে ঘুষ দিয়ে চাকরি নেবার নেপথ্য কারণ আবার অন্যরকম। বাগেরহাট সদরের একটি কিন্ডারগার্টেনে ত্রিশ হাজার টাকা ডোনেশন দিয়ে চাকরি নিয়েছেন এইচএসসি পাস করা তরুণী ফারজানা আখতার (ছদ্মনাম)। বেতন পাঁচ শ' টাকা। ঘুষের টাকা তুলতেই লেগে যাবে পাঁচ বছর। ঘুষ দিয়ে এত অল্প বেতনের চাকরি নেবার কারণ সম্পর্কে ফারজানা বলেন, ৫০০ টাকা পেলেও কোচিং এবং টিউশনি থেকে প্রায় দেড় হাজার টাকা উপার্জন হচ্ছে।

শিক্ষা অধিদফতরে ঘুষ আদায়ের প্রধান খাত এমপিওভুক্তি। এই প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী ধনাঢ্য জগতের বাসিন্দা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছে এমপিওভুক্তির সকল কাজ অধিদফতর বা ব্যানবেইস থেকে নেয়া হবে মন্ত্রণালয়ে। এতে বেঁকে বসেছে সুবিধাভোগী একটি গোষ্ঠী। এদিকে এক আইনজীবীর রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এমপিওভুক্তির কাজ মন্ত্রণালয়ের নেবার সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছে। প্রশ্ন উঠেছে, এমপিওভুক্তির কাজ অধিদফতর থেকে মন্ত্রণালয়ে গেলেই কি দুর্নীতি বন্ধ হবে? শিক্ষা অধিদফতর সূত্র বলছে, এমপিওভুক্তি মন্ত্রণালয়ে গেলেই যে দুর্নীতি বন্ধ হবে তার নিশ্চয়তা নেই। বদলির বিষয়টি মন্ত্রণালয় এবং আঞ্চলিক শিক্ষা বোর্ডের কাছে গেলেও দুর্নীতি ও অনিয়ম এতটুকু কমেনি।

শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক প্রফেসর দিলারা হাফিজ এক প্রশ্নের জবাবে বলেন; শিক্ষা অধিদফতর থেকে এমপিওভুক্তি মন্ত্রণালয়ে যাওয়া উচিত কিনা সেটি বিচারাধীন। তবে অযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর যাতে এমপিওভুক্ত না হয় সেজন্য সরকার বিশেষভাবে সতর্ক।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস শিক্ষা এ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব মুহম্মদ মতিউর রহমান গাজ্জালী বলেন, শিক্ষকদের নিয়োগ, এমপিওভুক্তি এবং বদলি নিয়ে দুর্নীতি কিভাবে বন্ধ হবে তা বলা কঠিন। তবে সবকিছুর সঙ্গেই অর্থ ও রাজনীতির সম্পর্ক রয়েছে এটি অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ, জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট, শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটসহ বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে বেসরকারী শিক্ষক নিয়োগে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আদলে শক্তিশালী এবং নিরপেক্ষ জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের দাবি জানিয়ে আসছে। সরকার সব সময় এই দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করলেও তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়নি। বরং চালু করতে যাচ্ছে বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন প্রক্রিয়া।

বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক অধ্যক্ষ আউয়াল সিদ্দিকী মনে করেন, বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন প্রক্রিয়া চালুর ফলে শিক্ষায় ঘুষ-দুর্নীতির আরেকটি নতুন ক্ষেত্র তৈরি হবে। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুক্তি হচ্ছে, যদুমধু শিক্ষকতা পেশায় যাতে না আসতে পারে তার প্রাথমিক ছাঁকনি দেয়া হবে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

এদিকে দেশজুড়ে বেসরকারী শিক্ষক নিয়োগ রঙ্গে অসহীরা প্রতারণার শিকার হচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয় স্রেফ নিয়ম মানার জন্য। বস্তুকালীন বা অস্থায়ী ভিত্তিতে আগে থেকে নেয়া জনবলের চাকরি নিশ্চিত করাই লক্ষ্য। শিক্ষিত বেকার প্রার্থীরা শহরে আসা-যাওয়া, থাকা-খাওয়াসহ আনুষঙ্গিক খরচ করে একবুক হতাশা নিয়ে ফিরে যায় গ্রামে। বেকারত্ব নিয়ে প্রহসনের আরও নজির সৃষ্টি করেছে শিক্ষা বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়া একশ্রেণীর টাউট-বাটপার। এমনও দৃষ্টান্ত আছে বছরে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আট থেকে দশবার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করছে। প্রশ্ন উঠেছে, দেশে কি এমন আকাল পড়েছে যে, ৮/১০ বার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সাধারণ বিষয়গুলোতে শিক্ষক পাওয়া যায় না? অনুসন্ধানে পাওয়া যায়, পত্রিকায় তিন থেকে চার হাজার টাকা খরচ করে এ ধরনের একটি লোভনীয় বিজ্ঞাপনে ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার থেকে উপার্জন হয় লক্ষাধিক টাকা।

কেবল শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা শিক্ষা অধিদফতরই নয়, সব ক'টি শিক্ষা বোর্ড, জেলা ও থানা শিক্ষা অফিস সর্বত্রই চলছে কম-বেশি লুটপাট আর ঘুষের মহোৎসব। শিক্ষা বিভাগের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের কাজের চেয়ে পুকুর চুরির জন্য অধিক পরিচিতি। পারসেন্টেজ ছাড়া এই অধিদফতরে কাজ হয়, এ কথা জোর দিয়ে বলার মতো সৎ সাহস কারও নেই।

দেশের জেলা ও থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসগুলো শিক্ষক নির্যাতন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। কেরানী, পিয়নদের কাছে জিম্মি হয়ে আছে তৃণমূল পর্যায়ের শিক্ষকরা। প্রাথমিক শিক্ষকদের ছুটি, ইনক্রিমেন্ট থেকে শুরু করে সবকিছুতেই গুঁজতে হয় ঘুষ। লালমনিরহাট সদর থানার এক প্রাথমিক শিক্ষক জানালেন, গত তিন বছরে তাঁর তিনটি ইনক্রিমেন্ট পাবার কথা, এটি কারও দয়া বা করুণা নয়। একেকটি ইনক্রিমেন্টে বেতন বাড়বে ১১০ টাকা, কিন্তু ঘুষ প্রতি ইনক্রিমেন্টে ৫০ থেকে ৭৫ টাকা।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে ঘুষ, দুর্নীতি এখন ওপেন সিক্রেট, যোগ্যতার চেয়ে রাজনৈতিক পরিচয় এবং টাকাই মুখ্য। ড. আতিউর রহমান বলেন, একজন জেলা প্রশাসক এখন কেবল সিল ও স্বাক্ষর দেন, কোন্ শিক্ষক নিয়োগ পাবে তা নির্ভর করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্থানীয় মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য বা অন্য কোন প্রভাবশালীর ওপর।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় সংসদীয় কমিটির সাবেক সভাপতি নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে বর্তমান সরকার মৌখিক পরীক্ষার গুরুত্ব এত বাড়িয়েছে যাতে দলীয় লোক নিয়োগ এবং দুর্নীতির সুযোগ অবারিত হয়।

সরেজমিন লালমনিরহাটে শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলার সময় 'শ' আদ্যক্ষরযুক্ত এক ব্যক্তির নাম আসছিল ঘুরেফিরে। থানা শিক্ষা অফিসের এই কেরানী সাম্প্রতিক সময়ে আরও বেশি আলোচিত হয়েছেন লালমনিরহাট শহরে তিনতলা ফাউন্ডেশন দিয়ে অত্যাধুনিক বাড়ি নির্মাণের ঘটনায়। লালমনিরহাটের প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাও খুলনায় কর্মরত থাকা অবস্থায় নারী কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পালিয়ে যান, বদলি হয়ে আসেন লালমনিরহাট সদরে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়গুলো নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের দায়িত্বে রয়েছে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতর (ডিআইএ)। ১৯৮০ সালে এই অধিদফতর প্রতিষ্ঠার সময় জনবল ছিল ৩০ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল সাড়ে সাত হাজার। ২০০৫ সালে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যখন প্রায় ২৮ হাজার তখনও ডিআইএ'র জনবল একজনও বাড়েনি। এদিকে শিক্ষা পরিদর্শকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ চিরাচরিত। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেহেতু আয়-ব্যয়ের হিসাব ও প্রশাসনিক কাজকর্মে স্বচ্ছতা থাকে না, সেহেতু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শক যাবার কথা শুনলেই শুরু হয় কাঁপাকাঁপি। আর এর সমাধান মেলে টাকা ও আপ্যায়নে। স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসা অডিট করে আসার পর আতঙ্কিত শিক্ষকরা টাকার বান্ডিল নিয়ে মফস্বল থেকে ছুটে আসেন এই অধিদফতরে। এখানে একবার কেউ এলে শেকড় গেড়ে বসেন। যেমন উপার্জন তেমনি টিকে থাকার জন্য খরচ করতেও প্রস্তুত অনেকে। এ প্রসঙ্গে একজন 'সেখ' এবং একজন 'চৌধুরীর' নাম ব্যাপক আলোচিত।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংসদীয় কমিটির সাবেক সভাপতি নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, অডিট মানেই একজন সৎ শিক্ষক সৎ থাকতে পারবেন না। দশ হাজার টাকা দিতে হবে, নইলে ক্যাজপত্র ঠিক থাকলেও বেঠিক। আর বেঠিক থাকলেও টাকার বিনিময়ে তা ঠিক হয়ে যায়।

বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর এমএ বারী বলেন, রাজধানীর বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেসব কারণে স্বেচ্ছায় এমপিওভুক্তির টাকা সারেন্ডার করেছে অডিটের আশঙ্কা তার মধ্যে অন্যতম।